দৈনিক বাংলা

তারিখ 03 MAR 1987
পৃষ্ঠা 5

6

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

পরীক্ষাপদ্ধতি

পরীক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে সাম্প্রতিককালে একটি সুপারিশ করা হয়েছে। তবে সুপারিশটি সামগ্রিক শিক্ষা সম্পর্কে সুপারিশের অঙ্গ। এর অন্যতম ছিল একটি বিষয়ে অকৃতকার্যদের পরবর্তীকালে ঐ একটি বিষয়ে পরীক্ষা দেবার সুযোগ দেয়ার কথা। সুপারিশে বলা হয়েছিল কেউ একটি বিষয়ে অকৃতকার্য হলে পরবর্তী বছর সে ঐ একটি বিষয়ে পরীক্ষা দিতে পারবে। ইতিমধ্যে পরবর্তী উচ্চতম শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারবে। পরবর্তী একটি বিষয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে সে নিয়মিত ছাত্র হিসাবে পড়া চালিয়ে যাবে। এতে তার সেশন ছেদ হবে না। একটি বছর নষ্ট হবে না।

এ সুপারিশ অভিনন্দিত হয়েছিল সকল মহলে বিভিন্ন কারণে। প্রথমত কোন ছাত্রের একটি বছর নষ্ট না হওয়া। সকল বিষয় নতুনভাবে পরীক্ষা দেবার ঝামেলামুক্ত হওয়া। এবং যাদের ঐ পরীক্ষার পর শিক্ষাজীবন শেষ হওয়ার সম্ভাবনা, তাদের পক্ষে একটি পরীক্ষায় পাস করার সুযোগ গ্রহণ করা। এ ব্যাপারে ঐ অকৃতকার্য একটি বিষয়ে তিন মাসের মধ্যে পরীক্ষা নেয়ার সুপারিশও করা হয়েছিল।

কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে একমত হননি। তাদের বক্তব্য হচ্ছে পরীক্ষাবিষয়ক সুপারিশ শিক্ষা বিষয়ে সমগ্র সুপারিশের একটি অঙ্গ। এককভাবে এ সুপারিশ বাস্তবায়ন সমীচীন নয়।

এ যুক্তির সারবত্তা আছে নিঃসন্দেহে। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক আমাদের দেশে এ মুহূর্তে পরীক্ষায় পাস অর্থাৎ ডিগ্রি পাওয়া বড় কথা। তাই সংশ্লিষ্টরা চান। পরীক্ষাসংক্রান্ত প্রশ্নটি আগে ভাবা হোক। সংশ্লিষ্টদের অভিমত, গতবার এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হয়তবা সম্ভব হয়নি। মাত্র এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর এ ধরনের সুপারিশের কথা প্রকাশ এবং আলোচিত হতে থাকে। আলোচনার পর্যায়েই এসএসসি পরীক্ষার টেস্ট শুরু হয়ে যায়।

সে প্রেক্ষিতে এবার আবেদন হচ্ছে এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষা হতে যাচ্ছে। পরীক্ষার ফল প্রকাশের মধ্যে পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যাবে। এ সময়ে পরীক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হোক।